ধান চাষের বিস্তারিত তথ্য

জাতের বিবরণ

জাতের নাম : বিআর১

জনপ্রিয় নাম : চান্দিনা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো ও মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। সেচের পানি ঘাটতি এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (১-১৮ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

১৫ শ্রাবণ- ৫ ভাদ্র (১-২০ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১

জনপ্রিয় নাম : চান্দিনা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। সেচের পানি ঘাটতি এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২

জনপ্রিয় নাম : মালা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৪-২০ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২

জনপ্রিয় নাম : মালা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চাল মাঝারি চিকন সাদা। মুড়ি ভালো হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২০ কার্তিক-৫ অগ্রাহায়ণ (৪-১৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৩

জনপ্রিয় নাম : বিপ্লব

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা পেটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প জীবনকাল।আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই চাষাবাদের উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

১০-৩০ শ্রাবণ-১০ ভাদ্র (৯-২৫ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৩

জনপ্রিয় নাম : বিপ্লব

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা পেটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই চাষাবাদের উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬ - ২৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর))

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৩

জনপ্রিয় নাম : বিপ্লব

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা পেটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আউশ, আমন ও বোরো এ তিন মৌসুমেই চাষাবাদের উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দুরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দুরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৪-২৯ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৪

জনপ্রিয় নাম : ব্রিশাইল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাঝারী মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং চাল মাঝারী ও মোটা

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১০-১৫ অগ্রাহায়ণ (২৪-২৯ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৫

জনপ্রিয় নাম : দুলাভোগ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল ছোট গোলাকৃতির।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চালে সুগন্ধ আছে বিধায় পোলাও করার জন্য উপযোগী। নাবী চাষের জন্য জাতটি উপযুক্ত । বাজার মূল্য ভালো বিধায় এ জাত চাষ করে কৃষকগণ লাভবান হতে পারে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৪-২৯ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল, চিকন, লম্বা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সেচের পানি ঘাটতি এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ ওগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প জীবনকাল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫চৈত্র -৫ বৈশাখ (২৯ মার্চ-২৮ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

১০-৩০ শ্রাবণ (২৫ জুলাই-১৪ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৭

জনপ্রিয় নাম : বালাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চাল লম্বা ও চিকন।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৭

জনপ্রিয় নাম : ব্রি বালাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা ও চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০চৈত্র (১৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২৫ শ্রাবণ-১০ ভাদ্র (৯-২৫ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৮

জনপ্রিয় নাম : আশা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা ও পেটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

শিলাবৃষ্টি প্রবণ এলাকার উপযোগী। শিষের সাথে ধান মজবুতের সাথে সংযুক্ত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৮

জনপ্রিয় নাম : আশা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা ও পেটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

শিলাবৃষ্টি প্রবণ এলাকার উপযোগী। শিষের সাথে ধান মজবুতের সাথে সংযুক্ত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ চৈ

২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল

ফসল তোলার সময় :

২০ শ্রাবণ-৫ভাদ্র

৪ -২০ আগস্ট

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৯

জনপ্রিয় নাম : সুফলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, মাঝারী মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

শিলাবৃষ্টি প্রবণ এলাকার উপযোগী। শিষের সাথে ধান মজবুতের সাথে সংযুক্ত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর৯

জনপ্রিয় নাম : সুফলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, মাঝারী মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সেচের পানি ঘাটতি এলাকার জন্য আগাম জাত হিসেবে গণ্য। শীলা বৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০চৈত্র (১৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৪-২০ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১০

জনপ্রিয় নাম : প্রগতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী চিকন ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আলোক সংবেদনশীল বিধায় যদি ১৫-২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২০-২৫ দিনের চারা রোপন করা যায় তাহলে ১০-১৫ কার্তিকের মধ্যে ফসল পাকে। ফলে ডাল, তেল, গম ফসল উপযুক্ত সময়ে বপন করা যায় এবং ফলনে তেমন কোন তারতম্য হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২৫ জৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় (৮-২৯জুন)

ফসল তোলার সময় :

১৫ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ অক্টোবর-১৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১১

জনপ্রিয় নাম : মুক্তা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আলোক সংবেদনশীল বিধায় যদি ১৫-২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২০-২৫ দিনের চারা রোপন করা যায় তাহলে ১০-১৫ কার্তিকের মধ্যে ফসল পাকে। ফলে ডাল, তেল, গম ফসল উপযুক্ত সময়ে বপন করা যায় এবং ফলনে তেমন কোন তারতম্য হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২৫ জৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় (৮-২৯জুন)

ফসল তোলার সময় :

৫ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর-২৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১২

জনপ্রিয় নাম : ময়না

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চাল মাঝারী মোটা ও সাদা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ - ৩০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১২

জনপ্রিয় নাম : ময়না

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চাল মাঝারী মোটা ও সাদা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ কার্তিক

৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

৫-২০ বৈশাখ

১৮ এপ্রিল-৩ মে

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৪

জনপ্রিয় নাম : গাজী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন। উর্বর জমি ও পানির ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (১৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

৫ শ্রাবণ-৫ ভাদ্র (৩০ জুলাই-২০ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৪

জনপ্রিয় নাম : গাজী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উর্বর জমি ও পানির ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য উপযোগী। অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে চাষাবাদ করা হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪- - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৪-১৯ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (১৪-২৮ এপ্রিল)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : টুংরো

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৫

জনপ্রিয় নাম : মোহিনী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চাল মাঝারী মোটা ও সাদা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪৫ দিন - ৫০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ কার্তিক

৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ

(১৪-২৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বি আর১৫

জনপ্রিয় নাম : মোহিনী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চাল মাঝারী চিকন ও সাদা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ কার্তিক

৩০ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ

১৪-২৮ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৬

জনপ্রিয় নাম : শাহী বালাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন। উর্বর জমি ও পানির ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ চৈত্র (২৯ মার্চ-১৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২৫ শ্রাবণ-১০ ভাদ্র (৯-১৫ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৬

জনপ্রিয় নাম : শাহী বালাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লম্বা, চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উর্বর জমি ও পানির ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য উপযোগী। অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে চাষাবাদ করা হয়। মুড়ি তৈরি জন্য বিখ্যাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২৫ বৈশাখ-৬ জৈষ্ঠ (৮-২০ মে)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৭

জনপ্রিয় নাম : হাসি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হাওড়, বাওড় ও বিলাঞ্চলের জন্য উপযোগী । কান্ড উঁচু বলে ফসল পাকার সময় ছোট খাট আগাম ঢলে ধান তলিয়ে যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৮

জনপ্রিয় নাম : শাহজালাল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাঝারী মোটা ও সাদা

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের কান্ড লম্বা তাই ধান পাকার সময় হটাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-১৪ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর১৯

জনপ্রিয় নাম : মঙ্গল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৭০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা , সরু ও স্বচ্ছ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হাওড় এলাকার উপযোগী। গাছের কান্ড লম্বা তাই ধান পাকার সময় হটাৎ বন্যায় মাঠে কোমর পানি হলেও ফসল কাটা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০ কেজি - ১২ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ কার্তিক (১-১৪ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২০

জনপ্রিয় নাম : নিজামী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী, মোটা ও স্বচ্ছ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সরাসরি বপন যোগ্য। বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী। চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩ - ১৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০ চৈত্র -১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুন -৪ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২১

জনপ্রিয় নাম : নিয়ামত

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী, মোটা ও স্বচ্ছ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সরাসরি বপন যোগ্য। বৃষ্টি বহুল এলাকার জন্য উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১৮.০ কেজি - ২০.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০ চৈত্র -১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুন -৪ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২২

জনপ্রিয় নাম : কিরণ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো, মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল, নাবিজাত। এদের বীজ ২০-৩০ শ্রাবণে বপন করে ৩০-৪০ দিনের চারা সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত রোপন করা যায়। অর্থাৎ আউশ ও পাট কাটা জমি অথবা বন্যা প্রবণ এলাকা যেখানে ১৫ ভাদ্রের পর রোপনের উপযোগী সেখানে এ জাতের আবাদ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৫০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১ আষাঢ়-২৫ শ্রাবণ (১৫ জুন -৯ আগস্ট)

ফসল তোলার সময় :

১৫-৩০ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর))

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : টুংরো

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২৩

জনপ্রিয় নাম : দিশারী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল, নাবিজাত। এদের বীজ ২০-৩০ শ্রাবণে বপন করে ৩০-৪০ দিনের চারা সর্বশেষ ৩১ ভাদ্র পর্যন্ত রোপন করা যায়। অর্থাৎ আউশ ও পাট কাটা জমি অথবা বন্যা প্রবণ এলাকা যেখানে ১৫ ভাদ্রের পর রোপনের উপযোগী সেখানে এ জাতের আবাদ করা যায়।লবনাক্ততা সহনশীল জাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৫০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২৪

জনপ্রিয় নাম : রহমত

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল চিকন, লম্বা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩ - ১৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০ চৈত্র -১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুন -৪ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২৫

জনপ্রিয় নাম : নয়াপাজাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো, মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত, আলোক সংবেদনশীলতা নেই। কৃষক তার ইচ্ছামত যেদিন ফসল কাটতে চায় সেদিনই কাটতে পারেন। এজন্য এই জাতের জীবনকাল অনুযায়ী কাটার ততদিন পূর্বে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপন করতে পারে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর))

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিআর২৬

জনপ্রিয় নাম : শ্রাবণী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল চিকন, লম্বা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী। ভাত নরম এবং কিছুটা আঠালো। চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৫% ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান২৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ১৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান২৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। সেচ পানি ঘাটতি এলাকার জন্য আগাম জাত হিসেবে নির্বাচন করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান২৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন। উর্বর জমি ও পানির ঘাটতি নেই এমন এলাকার জন্য উপযোগী

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৩১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নমেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুন -৪ আগস্ট) ২৫ বৈশাখ-৬ জৈষ্ঠ (৮-২০ মে)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আলোক সংবেদনশীল বিধায় যদি ১৫-২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২০-২৫ দিনের চারা রোপন করা যায় তাহলে ১০-১৫ কার্তিকের মধ্যে ফসল পাকে। ফলে ডাল, তেল, গম ফসল উপযুক্ত সময়ে বপন করা যায় এবং ফলনে তেমন কোন তারতম্য হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ১৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২৫ জৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় (৮-২৯জুন)

ফসল তোলার সময় :

১৫ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (৩০ অক্টোবর-২৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক ফলনশীল, জাতটি স্বল্প আলোক সংবেদনশীল বিধায়, ১৫-২০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত এগিয়ে এনে ২০-২৫ দিনের চারা রোপন করা যায় তাহলে ১০-১৫ কার্তিকের মধ্যে ফসল পাকে। ফলে ডাল, তেল, গম ফসল উপযুক্ত সময়ে বপন করা যায় এবং ফলনে তেমন কোন তারতম্য হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ গ্রাম - ১২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০ কেজি - ১২ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

২৫ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (৯-২৪ নমেম্বর)

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : বাদামি গাছ ফড়িং

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত, আলোক সংবেদনশীলতা নেই। কৃষক তার ইচ্ছামত যেদিন ফসল কাটতে চায় সেদিনই তা পারেন। এজন্য এজাতের জীবনকাল অনুযায়ী কাটার ততদিন পূর্বে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপন করতে পারে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ় (২৯জুন-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৫ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর-২৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো, মোটা পেটে সাদা দাগ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত, আলোক সংবেদনশীলতা নেই। কৃষক তার ইচ্ছামত যেদিন ফসল কাটতে চায় সেদিনই তা পারেন। এজন্য এজাতের জীবনকাল অনুযায়ী কাটার ততদিন পূর্বে বীজ বপন করে ২৫-৩০ দিনের চারা রোপন করতে পারে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩০ আষাঢ় (৫-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

২১-৩০ কার্তিক (৫-১৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধিযুক্ত।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং কান্ড পুরোপুরি মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। পোলাও বিরিয়ানী তৈরি করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৬

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১০ শ্রাবণ (২০-২৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

৫-১০ অগ্রহায়ণ (১৯-২৪ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল খাটো ও মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফলন বেশি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২০ কার্তিক – ৫ অগ্রহায়ণ

(৪-১৫ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-৫ বৈশাখ

১৪-২৮ এপ্রিল

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : বাদামি গাছ ফড়িং

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা ও চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ঠান্ডা সহিষ্ণু আগাম জাত। অধিক ঠান্ডার সময় চারা কম মারা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী, চিকন ও সুগন্ধিযুক্ত।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং কান্ড উফশী ধানের মতো পুরোপুরি মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। পোলাও বিরিয়ানী তৈরি করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১০ শ্রাবণ (২০-২৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

৫-১০ অগ্রহায়ণ (১৯-২৪ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধিযুক্ত।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং কান্ড উফশী ধানের মতো পুরোপুরি মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। পোলাও বিরিয়ানী তৈরি করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১০ শ্রাবণ (২০-২৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১০-১৫ অগ্রহায়ণ (১৯-২৪ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৩৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা ও চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। জাতটি আলোক সংবেদনশীল এবং কান্ড পুরোপুরি মজবুত নয়। চাল সুগন্ধী। পোলাও বিরিয়ানী তৈরি করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩০ আষাঢ় (৫-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

২১-৩০ কার্তিক (৫-১৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল। চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডি এস / মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। কান্ড মজবুত সহজে হেলে পড়ে না। দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য উপোযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০-৩১ আষাঢ় (২৪ জুন -১৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৫-২৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বাটে মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল। চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডি এস / মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। কান্ড মজবুত সহজে হেলে পড়ে না। দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য উপোযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০-৩১ আষাঢ় (২৪ জুন -১৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৫-২৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরা প্রবণ এলাকার উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩ - ১৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১৮ কেজি - ২০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০ চৈত্র -১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুন -৪ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরা প্রবণ এলাকার উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১৮ কেজি - ২০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০ চৈত্র - ১০ বৈশাখ (২৪ মার্চ-২৩ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

২০ আষাঢ়-২০ শ্রাবণ (৪ জুন -৪ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল। কান্ড শক্ত সহজে হেলে পরে না। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা মুক্ত জোয়ার ভাটা কবলিত এলাকার জন্য বেশী উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫১

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১০-৩১ আষাঢ় (২৪ জুন -১৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৫-২৫ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-৯ ডিসেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। সেচ পানি ঘাটতি এলাকার জন্য আগাম জাত হিসেবে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল। দিনের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে ফুল আসে। নাবীতে রোপন করলেও কিছু ফলন পাওয়া যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৫০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১ আষাঢ়-২৫ শ্রাবণ (১৫ জুন -৯ আগস্ট)

ফসল তোলার সময় :

১৫-৩০ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। জাতটি ব্রি ধান২৮ এর পরিপুরক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়।লবণাক্ততা সহনশীল জাত। চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডি এস/মিটার (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) পানির লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং বাকী জীবনকালের জন্য সহিষ্ণু মাত্রা ৬ ডি এস/মিঃ। এ ধানের ভাত ঝরঝরে হয় এবং দীর্ঘ সময় রাখলেও নষ্ট হয় না। অধিক পরিপক্ক হলে শিষ থেকে ধান ঝরে পড়ে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ (২৮ এপ্রিল -৮ মে)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাধারণ রোপা আউশ এলাকা, অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী। বরিশাল অঞ্চলের জন্য উপযোগী ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২১ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৪৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। জাতটি আলোক সংবেদনশীল নয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-৩০ আষাঢ় (১৫ জুন -১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৪-২৯ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫০

জনপ্রিয় নাম : বাংলামতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সুগন্ধযুক্ত। ধান ও চাল সহজে দৃষ্টি আর্কশন করে। এ জাত চিকন, লম্বা ও জনপ্রিয়। উঁচু জমিতে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩২

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-২০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১৫-২৫ বৈশাখ (২৮ এপ্রিল -৮ মে)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প আলোক সংবেদনশীল, জল মগ্নতা সহিষ্ণু জাত। ১০-১৫ দিন আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন থাকার পরও ফলন বেশী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২৫ জৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় (৮-২৯জুন)

ফসল তোলার সময় :

১৫ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর-২৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প আলোক সংবেদনশীল, জল মগ্নতা সহিষ্ণুজাত। ১০-১৫ দিন আকস্মিক বন্যায় জলমগ্ন থাকার পরও ফলন বেশী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৬

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২৫ জৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় (৮-২৯জুন)

ফসল তোলার সময় :

১৫ কার্তিক-১০ অগ্রহায়ণ (২০ অক্টোবর-২৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল নয়। সমুদ্র উপকূলীয় লবণাক্ত পরিবেশের ধান। জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭। কৃষি তথ্য সার্ভিস ওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার ওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক সংবেদনশীল। চারা ও প্রজনন অবস্থায় ৮-১০ ডি এস / মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। কান্ড মজবুত সহজে হেলে পড়ে না। দক্ষিণ অঞ্চলের জন্য উপোযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩১ আষাঢ় (৫-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৭ কার্তিক-১অগ্রহায়ণ (১-১৫ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল চিকন ও লম্বা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সাধারণ রোপা আউশ এলাকা অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষ উপযোগী। লবনাক্ত পরিবেশের উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২১ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

৩০ শ্রাবণ-২০ ভাদ্র (১৪ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল চিকন ও লম্বা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মধ্যম মানের লবণাক্ততা , খরা ও ঠান্ডা সহনশীল। ভাত কিছুটা আঠালো হলেও সুস্বাদু হয়। দুবার সিদ্ধচালের ভাত আঠালো হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩২

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮ - ২৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, মোটা ও রং সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প আলো সংবেদনশীল এবং খরা সহিষ্ণুজাত। প্রজনন পর্যায়ে ১৪-২১ দিন বৃস্টি না হলেও ফলনের তেমন ক্ষতি হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩০ আষাঢ় (৫-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

২১-৩০ কার্তিক (৫-১৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা ও সরু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্প আলোক সংবেদনশীল। এ জাতের জীবনকাল স্বল্প হওয়ায় খরা দেখা দেয়ার পূর্বেই দানা দুধ অবস্থা থেকে আধা শক্ত অবস্থায় চলে আসে তাই একে খরা পরিহারকারী জাত বলা হয়। প্রজনন পর্যায়ে একটানা ১০-১৪ দন বৃষ্টি না হলেও ফলনের কোন ক্ষতি হয় না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩০ আষাঢ় (৫-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

২১-৩০ কার্তিক (৫-১৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানা সামান্য চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উর্বর জমি এবং পানি ঘাটতি নেই এমন এলাকায় অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে চাষাবাদের উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪৫ দিন - ৬০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৯ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০ কেজি - ১২ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, পলি-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-২০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-৪ ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

১৫-২৫ বৈশাখ (২৮ এপ্রিল -৮ মে)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৫৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন। উর্বর জমি এবং পানি ঘাটতি নেই এমন এলাকায় অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে চাষাবাদের উপযোগী। ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩২

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮ - ২৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.১

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫১

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন। উর্বর জমি এবং পানি ঘাটতি নেই এমন এলাকায় অধিক ফলনশীল জাত হিসেবে চাষাবাদের উপযোগী। ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৯ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি সরু ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

লবণাক্ততা সহনশীল জাত। চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডি এস / মিটার (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) পানির লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং বাকী জীবনকালের জন্য সহিষ্ণু মাত্রা ৬ ডি এস / মিঃ এ ধানের ভাত ঝরঝরে হয় এবং দীর্ঘ সময় রাখলেও নষ্ট হয় না। গাছের কান্ড বেশ শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৫ - ২৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ণ (১৫-২৯ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ২৫ বৈশাখ (৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, সরু ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আধুনিক জাতের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সবচেয়ে আগাম জাত। ডিগ পাতা খাড়া ও গাড় সবুজ রঙের হওয়ায় গাছ সহজে ভেঙ্গে পরে না। চাল উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন ও মধ্যম মাত্রায় জিংক সমৃদ্ধ এবং রপ্তানীযোগ্য।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩০ আষাঢ় (৫-১৪ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

২০ কার্তিক-৫ অগ্রহায়ণ (৫-১৪ নমেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল চিকন, লম্বা ও সরু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অধিক ফলনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮ - ২৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০ কেজি - ১২ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ন

১৫-২৯ নভেম্বরের

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ

৩-১৮ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫২

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতে জিংকের পরিমাণ প্রচলিত জাতের চেয়ে কমপক্ষে ৮ মিলি গ্রাম/কেজি বেশী। ঢালে জিংকের পরিমান প্রায় ২৪ মিলিঃ/কেজি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬ - ২৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ন

১৫-২৯ নভেম্বরের

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ

৩-১৮ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাঝারি চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা খাড়া এবং গাছ হেলে পড়ে না, খরা সহিষ্ণু।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ চৈত্র - ১৫ বৈশাখ

এপ্রিল ১ম সপ্তাহ-শেষ সপ্তাহ

ফসল তোলার সময় :

১৫ আষাঢ়-১৫ শ্রাবণ

জুলাই এর ১ম সপ্তাহ -৭ম সপ্তাহ

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও লম্বা, সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

(২১-৩০) আষাঢ়

(৫-১৪) জুলাই

ফসল তোলার সময় :

২১-৩০ কার্তিক

(৫-১৪ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি ও চিকন এবং সাদা

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৫

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫-৭.৪

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

(১৫-২৯ নভেম্বর)

(১-১৫)অগ্রহায়ণ

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ বৈশাখ

(৩-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৯

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ঝারারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৩

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

(১-৩০ নভেম্বর)

(১-১৫)অগ্রহায়ণ

ফসল তোলার সময় :

২০ চৈত্র - ৫ বৈশাখ

৩-১৮ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৬৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৬০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল ঝারারি চিকন ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা খাড়া ,প্রশস্ত ও লম্বা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৫

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৩

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭ কার্তিক-১৬ অগ্রাহায়ন

১-৩০ নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

২৫ (৮-২০) মে

বৈশাখ-৬ জ্যৈষ্ঠ

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধিযুক্ত।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

এ জাতের ধানে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৫

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

(১৫-৩০) আষাঢ়

২৯ জুন -১৪জুলাই

ফসল তোলার সময় :

২৬ কার্তিক-১০ অগ্রাহায়ন

১০-১৪ নভেম্বর

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪২

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩১ আষাঢ় (৫-১৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৬-২৬ কার্তিক (৩১ অক্টোবর-১০ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বাটে মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জিংক সমৃদ্ধ জাত (২২.৮ মিলিগ্রাম/কেজি)।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫-৩০ আষাঢ়

(২৯ জুন-১৪ জূলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৬ কার্তিক-৬ অগ্রহায়ণ

(১-২০ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

লবণাক্ততা সহনশীল (৮ ডি এস/ মিটার)।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩০ আষাঢ়-১৫ শ্রাবণ

(১৪-৩০ জূলাই)

ফসল তোলার সময় :

১-১৫ অগ্রহায়ণ

(১৫-২৯ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত (২৪.২ মিলিগ্রাম/কেজি)।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ - ৪০

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮ - ৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১ অগ্রহায়ণ ১৫ অগ্রহায়ণ

(১৫-৩০ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

৩০ চৈত্র থেকে ১১ জৈষ্ঠ

(১৩ এপ্রিল থেকে ১৫ ই মে)

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ব্লাষ্ট

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, ২০১৭। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে সামান্য সুগন্ধ আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড শক্ত, হেলে পড়ে না, ডিগ পাতা খাড়া , প্রশস্ত ও পাতার রং গাঢ় সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ২১ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৬ শ্রাবণ থেকে ৫ ভাদ্র

(২১ জুন-২০ আগস্ট)

ফসল তোলার সময় :

কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি

(মধ্য নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর এর ১ম সপ্তাহ)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৩

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ সে. মি. যা স্থানীয় জাত যেমন- সাদামোটা, দুধকলম ইত্যাদির প্রায় সমান।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দক্ষিণাঞ্চলের জোয়ার-ভাটা এলাকার উপযোগী জাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭-৩১ আষাঢ়, (১-১৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ

(অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহ)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালের আকৃতি মোটা ও সাদা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ মজবুত বিধায় গাছ হেলে পড়ে না, ডিগ পাতা খাড়া ও সবুজ রঙের। দক্ষিণাঞ্চলের জোয়ার-ভাটা এলাকার উপযোগী জাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭-৩১ আষাঢ়

(১-১৫ জুলাই।)

ফসল তোলার সময় :

ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ

(অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল চিকন তবে লম্বায় মাঝারি, ভাত ঝরঝরে ও সাদা রঙের।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

দক্ষিণাঞ্চলের জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ত এলাকার উপযোগী জাত।

৬-৯ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৬

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১১-২৬ আষাঢ়

(২৫জুন-১০ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ

(১০-১৫ অগ্রহায়ণ)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৭৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২.৫ % ও প্রোটিন ৭.৮%।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জলাবদ্ধতা সহনশীন, বন্যায় তিন সপ্তাহ ডুয়ে থাকলে এদের জীবনকাল ১৬০ দিন হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২২

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৬ আষাঢ়

(১৫ জুন-১ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১২-২৭ কার্তিক

(২৭ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৩.৬ %এবং চালে সুগন্ধ থাকায় চাল বিদেশে রপ্তানিযোগ্য।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা খাড়া ও সবুজ। জলাবদ্ধতা সহনশীন, বন্যায় তিন সপ্তাহ ডুয়ে থাকলে এদের জীবনকাল ১৬০ দিন হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ২৬ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১ আষাঢ় থেকে ১০ শ্রাবণ

(৫-২৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১২-২৭ কার্তিক

(২৭ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৬.৫ %ও প্রোটিন ১০.৩%। চালের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং চালে সুগন্ধ থাকায় চাল বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা সামান্য হেলানো, ধানের রং খড়ের মত, ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং অগ্রভাগ সামান্য বাকা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

অগ্রহায়ণের ১-১৫ (১৫-৩০ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ (৮-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৭ %ও প্রোটিন ৭.৬%। দানার আকৃতি মাঝারি মোটা ও ভাত ঝরঝরে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা সামান্য হেলানো ও শিষগুলো উপরে থাকে ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ১৫ দিন - ২০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ এপ্রিল, (৮ চৈত্র-২ বৈশাখ)

ফসল তোলার সময় :

২-১৮ শ্রাবণ, (১৮ জুলাই থেকে ২ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৬%। দানার আকৃতি মাঝারি মোটা, সাদা ও ভাত ঝরঝরে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

খরা সহনশীল, ধান পাকার পরও হেলে পড়ে না। দানার রঙ লালচে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬ - ১৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ চৈত্র-৮ বৈশাখ

(০১-২১ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

১৫ আষাঢ় থেকে ৩০ শ্রাবণ

(১৫জুলাই-১৫ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৫.৯ %, প্রোটিন ৯.৩% ও জিঙ্ক কেজি প্রতি ২৭.৬ মিলিগ্রাম। চাল হালকা লালচে রঙের।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা হেলানো ও লম্বা। পরিপক্ক অবস্থায় শিষ ডিগ পাতার উররে থাকে বিধায় খুব আকর্ষণীয় হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৬ অগ্রহায়ণ

(১৫-৩০ নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২২ চৈত্র-০৭ বৈশাখ

(০৫-২০ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৬%। দানার আকৃতি মাঝারি লম্বা, সাদা ও ভাত ঝরঝরে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগ পাতা খাড়া , সরু ও লম্বা। পাতার রং সবুজ। ধানের রং সোনালী, চিকন ও মাঝারি লম্বা। জাতটি জলাবদ্ধতা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০ - ২২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

বপনের উপযুক্ত সময় :

৮ চৈত্র-২ বৈশাখ (০১-১৫ এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

১০-২৬ শ্রাবণ, (২৬ জূলাই থেকে ১০ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি ধান৮৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানা সামান্য বাকা, কিন্তু চাল সোজা ও লম্বা।দানা লম্বা ও চিকন। দানার রং খড়ের মত।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ধানের অগ্রভাগের ৩-৫ দানায় খুব ক্ষুদ্র শুঙ্গা থাকে। কান্ড শক্ত তাই হেলে পড়ে না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-২৩ অগ্রহায়ণ

(১৫ নভেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

৭-২০ এপ্রিল, (২৩চৈত্র-৭ বৈশাখ)

১০-২৬ শ্রাবণ, (২৬ জূলাই থেকে ১০ আগস্ট)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি হাইব্রিড ধান১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ডিগপাতা খাড়া, কান্ড মজবুত বলে হেলে পড়ে না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৪ - ৩৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮.৫

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭। কৃষি তথ্য সার্ভিস ওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার ওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮

জাতের নাম : ব্রি হাইব্রিড ধান২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারী মোটা।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। জাতটি ব্রি ধান২৮ এর পরিপুরক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪১

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩২ - ৩৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর))

ফসল তোলার সময় :

২৫ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৮-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি হাইব্রিড ধান৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত। জাতটি ব্রি ধান ২৮ এর পরিপুরক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৩৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-৩০ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর))

ফসল তোলার সময় :

২৫ চৈত্র - ৫ বৈশাখ (৮-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি হাইব্রিড ধান৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

রোপা আমনের আগাম জাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬ - ২৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

(২১-৩০) আষাঢ়

২৯ জুন –১৪ জুলাই

ফসল তোলার সময় :

২৯ জুন –১৪ জুলাই

১২-১৫ অক্টোবর

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি হাইব্রিড ধান৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৪

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৩.৪% ও প্রোটিন ৯%। দানার আকৃতি সরু ও লম্বা। ভাত ঝরঝরে।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছের গোড়া খয়েরী রঙের। দানায় কাঁচা অবস্থায় লাল বর্নের টিপ বিদ্যমান। আমন ও বোরো উভয় মৌসসুমে করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩০ দিন - ৩৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৬ - ৩৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৯

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-৩০ অগ্রহায়ণ

(১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

২৫ চৈত্র-৫ বৈশাখ

(৮-১৮ এপ্রিল)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ব্রি হাইব্রিড ধান৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চালে আমাইলেজ ২৪% ও প্রোটিন ৯%। দানার আকৃতি মাঝারি লম্বা, সাদা ও ভাত ঝরঝরে।

জাতের ধরণ : হাইব্রিড

জাতের বৈশিষ্ট্য :

কান্ড শক্ত বিধায় হেলে পড়ার সম্ভবনা নেই। গাছ প্রতি ১২-১৫ কুশি থাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৪

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৪ - ২৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

২১-৩০ আষাঢ়

(৫-২৫ জুলাই)

ফসল তোলার সময় :

১৫-৩০ কার্তিক

(৩০ অক্টোবর-১০ নভেম্বর)

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সরু ও লম্বা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ লম্বা এবং আগাম পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫-৪৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭। কৃষি তথ্য সার্ভিস ওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮। ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার ওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মাঝারি চিকন ও সরু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

মাড়াই করা সহজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৩-৪৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬ - ২৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১১ অগ্রাহায়ন-১১পৌষ

২৫ নভেম্বর- ২৫ ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় :

২-১৫ বৈশাখ

১৫-৩০ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে বিধায় মঙ্গা এলাকার জন্য উপযোগী। সর্বোচ্চ ফলনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪৫-৪৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৩১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ - ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১১ অগ্রাহায়ন-১১পৌষ

২৫ নভেম্বর- ২৫ ডিসেম্বর

ফসল তোলার সময় :

২-১৫ বৈশাখ

১৫-৩০ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিকন ও সরু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো ও আগাম পাকে। চাউলে অ্যামাইলেজের পরিমান ২৪.৪%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৭-৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/ মিটার পরিপক্ক অবস্থায় ৮-১০ ডিএস /মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। এজাতের ডিগপাতা খাড়া এবং লম্বা, পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা এবং কান্ড সবুজ থাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৩৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৩১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭ কার্তিক-১ অগ্রাহায়ন

নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ- ২য় সপ্তাহ

ফসল তোলার সময় :

২-১৬ বৈশাখ

মধ্য এপ্রিল থেকে শেষ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/ মিটার পরিপক্ক অবস্থায় ৮-১০ ডিএস /মিটার লবণাক্ততা সহনশীল। এজাতের ডিগপাতা খাড়া এবং লম্বা, পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা এবং কান্ড সবুজ থাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৩৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০ কেজি - ১২ কেজি

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : উজ্জ্বল কাল বর্ণের বেশ লম্বা ও চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে ও গাছ খাটো।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯-৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ১৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৭৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/ মিটার পরিপক্ক অবস্থায় ১০-১২ ডিএস /মিটার লবণাক্ততা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৯-৪৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩৪ - ৩৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৮.০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৭ কার্তিক-১ অগ্রাহায়ন

নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ- ২য় সপ্তাহ

ফসল তোলার সময় :

২-১৬ বৈশাখ

মধ্য এপ্রিল থেকে শেষ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লম্বা ও মাঝারি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বন্যা সহিষ্ণুজাত। বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও আংশিক পঁচা গাছ পুনারায় বৃদ্ধি পায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৫-৩৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মিনিকেট চালের মত।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বন্যা সহিষ্ণুজাত। বীজতলা কিংবা চারা রোপনের ২-৩ দিন পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে গেলেও আংশিক পঁচা গাছ পুনারায় বৃদ্ধি পায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৩-৩৫

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮ - ১৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল স্থানীয় জাত কালচে ধরনের হয়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সুগন্ধি পরিপক্ক অবস্থায় পাতা সবুজ থাকে। হেলে পড়ে না,চিটা হয় না ও সব দানা পুষ্ট হয়।

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-১৩০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

নাবী উপযোগী জাত। কান্ড শক্ত বিধায় গাছ হেলে পড়ে না।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৩-৩৯

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৭ - ২৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৮৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

২-৩০ ফাল্গুন

১৪ ফেব্রুয়ারী -১৬ মার্চ

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : মাঝারি চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোকসংবেদনশীল জাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৯ - ২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩১ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবণ

জুনের ২য় সপ্তাহ থেকে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ ।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লম্বা ও চিকন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

স্বল্পমেয়াদি, আলোকসংবেদনশীল জাত।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

৩১ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবণ

জুনের ২য় সপ্তাহ থেকে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ধান ও চাল লম্বা এবং চিকন, খেতে সুস্বাদু। ফলে বাজার মূল্য বেশী ও রপ্তানীর উপযোগী। চাউলে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৪.৬%। রান্নার পর ভাত ঝরঝরে হয় এবং দীর্ঘক্ষণ রাখলে নষ্ট হয় না।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আলোক অসংবেদনশীল এটি উচ্চ ফলণশীল, স্বল্প মেয়াদী, খরা সহিষ্ণু (৩০% পানি কম প্রয়োজন), সার কম লাগে (প্রচলিত জাতের তুলনায় ২০-৩০% কম লাগে), ও উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন রোপা আমন জাত। গাছ খাট ও শক্ত বলে হেলে পড়ে না । পাতা গাঢ় সবুজ ও খাড়া।লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের প্রায় সকল রোপা আমন অঞ্চল বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তম রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা এবং রাজশাহীসহ ঢাকা, কুমিল্লা, যশোহর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য অঞ্চলে জাতটির অধিক ফলন পাওয়া যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩৮

রোপণের সময় চারার বয়স : ২০ দিন - ২৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৩০ - ৩২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭.৫

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

বপনের উপযুক্ত সময় :

জুন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ (আষাঢ়ের ২য় সপ্তাহ হতে শেষ সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজতলা তৈরী করে ২০-২৫ দিনের চারা রোপন করলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। তবে জুলাইয়ের শেষ (শ্রাবণের দ্বিতীয়) সপ্তাহ পর্যন্তও বীজতলা করা যায়।

ফসল তোলার সময় :

শীষে ধান পেকে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শীষ ভেঙে যায়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর ঝেড়ে গোলাজাত করতে হবে।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : বাদামি গাছ ফড়িং

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাধান-১৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : রান্নার পর ভাত ঝরঝরে হয় এবং দীর্ঘক্ষণ রাখলে নষ্ট হয় না।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা গাঢ় সবুজ, লম্বা ও চওড়া। ডিগ পাতা খাঁড়া। জাতটি পাতা পোড়া, খোল পচা ও কান্ড- পচা এসব রোগ তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া এ জাতটির প্রায় সব ধরনের পোকার আক্রমণ বিশেষ করে বাদামি গাছ ফড়িং, গলমাছি ও পামরি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। বিনা ধান১৮ বোরো মৌসুমের জন্য অনুমোদিত হলেও জাতটি আউশ মৌসুমে চাষ করা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪০

রোপণের সময় চারার বয়স : ৩৫ দিন - ৪০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪০ - ৪২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১০

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

বোরো মৌসুমে অঞ্চল ভেদে ২০ কার্তিক থেকে ৫ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত।

ফসল তোলার সময় :

শীষে ধান পেকে গেলেই ফসল কাটতে হবে। অধিক পাকা অবস্থায় ফসল কাটলে অনেক ধান ঝরে পড়ে, শীষ ভেঙে যায়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমতো পেকেছে বলে বিবেচিত হবে। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর ঝেড়ে গোলাজাত করতে হবে।

পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা : পামরি পোকা

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : খোল পচা

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ইরাটম-২৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩১-৩৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ১০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আউশ

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : ইরাটম-২৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চাল লম্বা ও মাঝারি ধরনের।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে বিধায় ঝড় ও শিলাবৃষ্টির পূর্বেই কাটা যায়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৩১-৩৩

রোপণের সময় চারার বয়স : ৪০ দিন - ৪৫ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২ - ২৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : বোরো

বপনের উপযুক্ত সময় :

১-১৫ অগ্রাহায়ন

১৫-৩০ নভেম্বরের

ফসল তোলার সময় :

২-১৫ বৈশাখ

১৫-৩০ এপ্রিল

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনাশাইল

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৩৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিকন ও সরু।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

লম্বা এবং নাবী রোপন উপযোগী।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৫৫-৫৭

রোপণের সময় চারার বয়স : ২৫ দিন - ৩০ দিন

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৮

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭ - ১৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩.০ কেজি - ৩.৫ কেজি

প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান : ৩৩.০ শতক

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ১০.০ কেজি - ১২.০ কেজি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : আমন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৭/০২/২০১৮।

পুষ্টিমান :

চাল শক্তি ও কার্বোহাইড্রেট এর অন্যতম উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী সিদ্ধ কলেছাটা চাল থেকে কার্বোহাইড্রেট -৮০ গ্রাম, শক্তি -১৫২৮ কিলোজুল পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্যান্য পুষ্টিগুণ যেমন আমিষ-৬.৪ গ্রাম, স্নেহ-০.৪ গ্রাম, আঁশ-০.২ গ্রাম, খনিজ-০.৭ গ্রাম। এছাড়া সামান্য পরিমানে চিনি, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি-২ রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

ধান এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : ধানের ক্ষেত্রে সাধারনত ভিজা/কাঁদা, শুকনা ও ভাসমান বীজতলা ব্যবহার করা হয়। বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার কারনে বীজতলা করার মত উঁচু জমি পাওয়া না গেলে অথবা পানি নেমে যাওয়ার পর চারা তৈরির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া না গেলে ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

১।ভিজা

২।শুকনা

৩।ভাসমান

ভাল বীজ নির্বাচন :

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মূল উপকরণই হচ্ছে উন্নতমানের বীজ। ভালো বীজ বিজাতমুক্ত, আগাছা বীজমুক্ত, রোগ ও পোকামাকড়মুক্ত, অপদ্রব্যমুক্ত, পরিপক্ব ও পুষ্ট, সমআকার, চকচকে, সঠিক আর্দ্রতাযুক্ত (১২%), অংকুরোদগম ক্ষমতা বা গজানোর হার কমপক্ষে ৮০% এবং বিশুদ্ধতা হার কমপক্ষে ৯৫-৯৯%। বর্তমানে বাজার থেকে প্যাকেট বীজ কেনা যায়। তবে বীজের প্যাকেটে লাগানো ট্যাগ ও লেবেলিং এ উল্লিখিত বীজ গজানোর হার ও বিশুদ্ধতার হার দেখে কিনতে হবে।
বপনের জন্য রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ ভাল বীজ মানে সবল চারা। আর রোগাক্রান্ত চিটা থেকে বীজতলায় সহজেই রোগ ছড়ায়। তাই মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের লক্ষ্যে ভালভাবে বীজ বাছাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বীজ বাছাইয়ের জন্য প্রায় ৪০ লিটার পরিষ্কার পানিতে দেড় কেজি ইউরিয়া সার মিশিয়ে দিন। এবার ৪০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দিন। ভারী, পুষ্ট, সুস্থ ও সবল বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপরিপুষ্ট, হালকা, রোগ বা ভাঙ্গা বীজ ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো পৃথক করে নিন। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিস্কার পানিতে ৩-৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
বীজ তলাঃ
বীজতলা তৈরির আগে জেনে নিতে হবে কখন কোন জাতের ধানের বীজ বীজতলায় বপন করতে হবে।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : ১। ভিজা বীজতলাঃ বীজতলার জন্য দোআঁশ ও এটেল দোআঁশ মাটি, খরকুটা ও আবর্জনা মুক্ত জমি নির্বাচন করে২-৩ ইঞ্চি পানি দিয়ে ২/৩ টি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন পানি ভালভাবে পানি আটকিয়ে রাখতে হবে। আগাছা খড় ইত্যাদি পচে গেলে আবার চাষ ও মই দিয়ে থকথকে কাঁদাময় করে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর ১ মিটার চওড়া ও ৩ মিটার লম্বা অথবা প্রয়োজনমত বেড তৈরি করতে হবে এবং নালার জন্য ২৫-৩০সেমিঃ বা ১০-১২ ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। নির্ধারিত জমির দুই পাশের মাটি দিয়ে বেড তৈরি করে বেডের উপরের মাটি বাঁশ বা কাঠের চ্যাপ্টা লাঠি দিয়ে সমান করতে হবে। বেড তৈরির ৩/৪ ঘন্টাপর বীজ বুনতে হবে। ২। শুকনা বীজতলাঃ প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা সম্পন্ন দোঁআশ-বেলে দোআঁশ মাটিতে শুকনা বীজতলা করতে হবে। ১ মিটার চওড়া ও প্রয়োজন মত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট জমি নিয়ে বীজতলা তৈরির সময় ৫-১০ কেজি পচা গোবর সার ব্যবহার করে আড়াআড়ি ভাবে চাষ মই দিয়ে বীজতলা ভালভাবে তৈরি করে নিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে ৫০-৬০ গ্রাম অংকুরিত বীজ (যা পুর্বে সাধারণভাবে ধানের বীজজাগ অংকুরিত করা হয়) এই হারে প্রতি শতকে ৩ কেজি ভিত্তি বীজের প্রয়োজন হবে। অংকুরিত বীজ বীজতলায় ছিটানোর প মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং কাল পলিথিন ব্যাতিত অন্য যে কোন রঙের পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। নিয়মিত ও পরিমিত পর্যবেক্ষন করতে হবে। বীজতলা ২০-২৫ দিন ঢেকে রাখলে চারা গুলো রোপন উপযোগী হবে। ৩। ভাসমানবীজতলাঃ ভাসমান বীজতলা তৈরির জন্য প্রথমে বন্যার পানি, পুকুর, ডোবা বা খালের উপর বাশেঁর চাটাইয়ের মাচা বা কলা গাছের ভেলা তৈরি করতে হবে। তার উপর১-২ ইঞ্চি পুরু কাদার স্তর দিয়ে কাঁদায় বীজতলা তৈরি করতে হবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে বীজ জাগ দিয়ে অংকুর বের করে ঐ অংকুরিত বীজ বীজতলায় ফেলতে হবে। বীজতলা যাতে ভেসে না যায় সেজন্য খুটির সাথে বেধে রাখতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : ভিজা বীজতলাঃ বীজতলায় সবসময় নালা ভর্তি পানি রাখা উচিত। বীজগজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেমিঃ পামি রাখলে আগাছা ও পাখির উপদ্রব কম হয়। বোরো মৌসুমে শীতের জন্য চারার বাড় বাড়তি কম হয়। এ কারণে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে ঠান্ডা জনিত ক্ষতি থেকে চারা রক্ষা পায় এবং চারার বাড় বাড়তি ভাল হয়। চারা গাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার উপরি প্রয়োগের পর বীজতলায় পানি ধরে রাখা উচিত। শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিলে বীজতলার পানি সকালে বের করে আবার নতুন পানি দিলে, প্রতিদিন সকালে চারার উপর জমে থাকা শিশির ঝরিয়ে দিলে, চারা ঠান্ডার প্রকোপ হতে রেহাই পায়। শুকনা বীজতলাঃ বীজতলা রসের অভাব হলে স্প্রে করে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। পলিথিনের নিচের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পলিথিন ২/৩ ঘন্টা সরিয়ে দতে হবে। বীজতলা রোগে আক্রান্ত হলে রোগনাশক স্প্রে করতে হবে। তবে ব্যবহারের পর ২/৩ ঘন্টা পলিথিন তুলে রোদ/ আলো লাগাতে হবে। অতিরিক্ত শীতে কোন ভাবেই পলিথিন সরানো যাবে না। ভাসমানঃ মাঝে মাঝে বীজতলা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ হলে বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

ধান এর চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি :

উফশী ধানের ফলন উপযুক্ত চাষাবাদ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। তাই জাতনির্বাচন থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত সব কাজ ধারাবাহিকভাবে বিচক্ষণতারসাথে করতে হবে। নিয়মের হেরফের অথবা অনুমোদিত পদ্ধতি ঠিকমতো অনুসরণ না করলেউৎপাদন খরচ বেড়ে যায় এবং আশানুরুপ ফলন থেকে বঞ্চিত হতে হয়।
জাতঃ জমি, মৌসুম, পরিবেশ ও শস্যক্রম বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত ধানের জাত নির্বাচন করা উচিত।
চারা রোপনঃ
চারার বয়স- ভাল ফলন পেতে হলে উপযুক্ত বয়সের চারা রোপণ করা জরুরি। জাত ওমৌসুম ভেদে চারার বয়স ভিন্ন হয়। সাধারণভাবে আউশে ২০-২৫ দিন, রোপা আমনে২৫-৩০ দিন এবং বোরাতে ৩৫-৪৫ দিন হওয়া উচিত। রোপণের নিয়ম- রোপণের সময় জমিতেছিপছিপে পনি থাকলে চলে। প্রতি গুছিতে ২-৩ টি চারা রোপণ করা ভাল। মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার/ ১ ইঞ্চি গভীরতায় চারা রোপণ করা উত্তম। সঠিক গভীরতায় চারা রোপণকরলে চারার বৃদ্ধি দ্রুত হয় এবং কুশির সংখ্যা বেশি হয়।

৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিন। প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ করুন।

রোগবালাইয়ের আক্রমন রোধে বীজ ও জমি শোধন করে নেয়া উত্তম।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন ২০১৭।

ধান এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের বিবরণ	আউশ (গ্রাম/শতক)	আমন (গ্রাম/শতক)	বোরো (গ্রাম/শতক)
ইউরিয়া	৬০০	৪০৫	১০৬০
টি এস পি	২০০	১৫০	৩০৩
এমপি	৩০০	২০২	৪৮৫
জিপসাম	১৩৫	১৩৫	২৪২
দস্তা	২০	১০	৭০০

আউশ ধানঃ জমি তৈরির শেষ চাষের সময় শতাংশ প্রতি উল্লেখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিবহুল বোনা আউশ এলাকায় ইউরিয়া দু'কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভাল। প্রথম কিস্তি শেষ চাষের সময় এবং দ্বিতীয় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে শম জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োতে হবে।

আমন ধানঃ প্রতি শতকে উল্লেখিত দিতে হবে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি,জিপসাম, দস্তা ও ১ম কিস্তি ইউরিয়া মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।২য় কিস্তি ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিন পর,৩য় কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বোরো ধানঃ প্রতি শতকে উল্লেখিত সার দিতে হবে। শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি , জিপসাম, দস্তা ও ১ম কিস্তি ইউরিয়া মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ।২য় কিস্তি ইউরিয়া রোপণের ২৫-৩০ দিন পর, ৩য় কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ ক্ষেত্রে ধান চাষে সারের পরিমানঃ

তালিকাঃ ধান চাষে সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর) ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মৌসুম	জীবনকাল	সার					প্রয়োগ পদ্ধতি
		ইউরিয়া	টি এস পি	এম ও পি	জিপসাম	জিংক সালফেট	
বোরো	১৫০ দিনের মধ্যে	৩০০	৯৭	১২০	১১২	১০	**কম উর্বর জমিতে-** ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। জমি চাষের সময় প্রথম কিস্তি , গুছিতে ৪টি কুশি অবস্থায় দ্বিতীয় ৫-দিন আগে ৭-৫ কিস্তি ও কাইচথোড় আসার হবে। অন্য সব তৃতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার দিতে সার জমি চাষের সময় দিতে হবে। **মধ্যম উর্বর জমিতে -**ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। চারা রোপণের ১৫দিন ২০-পর প্রথম কিস্তি, ৩০দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ৩৫-দিন আগে তৃতীয় ৭-৫ ও কাইচথোড় আসার কিস্তির ইউরিয়া সার দিতে হবে। অন্য সব সার হবে। জমি চাষের সময় দিতে
	১৫০ দিনের মধ্যে	২৬০	৯৭	১২০	১১২	১০	
	হাওর এলাকায়	২০০	৯০	১২০	৬০	১০	
আউশ	১০০দিন ১১৫-	১২৭	৫২	৬০	০০	০০	সব সার জমি চাষের সময় দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। জমি চাষের সময় প্রথম কিস্তি -৪ গুছিতে ,৫ টি কুশি অবস্থায় দ্বিতীয় কিস্তি ও কাইচথোড় আসার ৫দিন ৭-আগে তৃতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার দিতেহবে।
আমন	১৪৫ দিনের বেশি (সুগন্ধি জাত ছাড়া)	১৯৫	৫২	৮২	৬০	০০	**কম উর্বর জমিতে-** সব সার জমি চাষের সময় দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। জমি চাষের সময় প্রথম কিস্তি , গুছিতে ৪-টি কুশি অবস্থায় দ্বিতীয় কিস্তি ও কাইচথোড় ৫ দিন আগে তৃতীয় ৭-৫ আসার কিস্তির ইউরিয়া সার দিতে হবে। **মধ্যম উর্বর জমিতে -**ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। চারা রোপণের ৭দিন ১০-পর প্রথম কিস্তি, ২৫দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি ৩০-দিন আগে তৃতীয় ৭-৫ ও কাইচথোড় আসার র ইউরিয়া সার দিতে হবে। অন্য সব সার কিস্তি জমি চাষের সময় দিতে হবে।
	১২৫ দিনের কম	১২৭	৫২	৮২	৬০	০০	ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে দিতে হবে। জমি চাষের সময় প্রথম কিস্তি -৪ গুছিতে ,৫ টি কুশি অবস্থায় দ্বিতীয় কিস্তি ও কাইচথোড় আসার ৫ ৭-দিতে দিন আগে তৃতীয় কিস্তির ইউরিয়া সার হবে। অন্য সব সার জমি চাষের সময় দিতে হবে।
	আলোক সংবেদনশীল জাত	১৭২	৫২	৮২	৬০	০০	
	সুগন্ধি ধান	৯০	৫২	৬০	৩০	০০	

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

মাঠ ফসলের চাষাবাদ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৬।

ধান এর সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা :

ধান চাষে অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশী পানির প্রয়োজন হয়। রোপা ধানের চারা রোপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপ ছিপ পানি রাখতে হয়, যাতে রোপনকৃত চারায় সহজে নতুন শিকড় গজাতে পারে। থোর অবস্থার পর থেকে ধানের দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে ছিপ ছিপে পানি রাখতে হবে। তবে ধান কাটার ২ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

বোরো মৌসুমে ধান আবাদে পানি সাশ্রয়ী একটি পদ্ধতির নাম অল্টারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রায়িং বা এ ডব্লিউ ডি। এ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে সেচ চলবে জাত ভেদে ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত। যখনই গাছে থোর দেখা দিবে তখন থেকে দানা শক্ত হওয়ার পুর্ব পর্যন্ত ক্ষেতে স্বাভাবিক ২-৫ সেমিঃ (০.৮ - ০.৯ ইঞ্চি) পানি রাখতে হবে। এ পদ্ধতিতে সেচ দিলে দাঁড়ানো পানি রাখার চেয়ে ৪-৫ টি সেচ কম লাগে। আমন ধানে সাধারণত সেচ লাগে না। বৃষ্টি নির্ভর ধান চাষে সাময়িক ভাবে বৃষ্টির অভাবে খরা দেখা দিলে নিকটস্থ গভীর অথবা অগভীর নলকূপ হতে সম্পূরক সেচ দিতে হবে। তাছাড়া নিকটস্থ খাল- বিল, নদী-নালা, পুকুর-ডোবা থেকে ১/২ টি সেচ দিতে হবে। চারা অবস্থায় অতিবৃষ্টি হলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ধান পাকার সময় দানা শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় খরিপ মৌসুমে কৃষকেরা শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল আমন ধানের আবাদ করে থাকে। উক্ত এলাকায় রবি ও খরিফ মৌসুমে যখন মাটিতে লবণাক্ততার পরিমান বাড়ে সে সময়ে লবনাক্ততা দূর করার জন্য ফসলের সেচের চাহিদার অতিরিক্ত নিদিষ্ট স্বাদু পানি বা মৃদু লবনাক্ত পানি প্রয়োগ করে মাটির লবনাক্ততা কমিয়ে রবি ও খরিফ ১ মৌসুমে বাড়তি ২ টি ফসল উৎপাদন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

আগাছা ও দমন ব্যবস্থাঃ

আগাছার নাম : বড় চুঁচা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

উচু জমিতে লাঙ্গল বা আচড়া দিয়ে এ ঘাস দমন করুন। এছাড়া কান্ডসহ হাত বা নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ঝিল মরিচ

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

হাত বা কাঁচি দিয়ে উপড়ে আগাছা দমন করুন। বীজ পাকার আগে আগাছা দমন করুন।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

আগাছার নাম : আঙ্গুলি ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

নিড়ানি, কোদাল, হালকা লাঙ্গল ও আঁচরা দিয়ে চারা অবস্থায় দমন করুন। আগাছানাশক পরিমানমত পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ধান বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করুন।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কাকপায়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

ফুল আসার আগেই কাচি বা হাত নিড়ানি দ্বারা আগাছা দমন করুন। আগাছানাশক পরিমানমত পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ধান বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করুন।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : গৈছা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

গভীর লাঙ্গাল দিয়ে জমি চাষ করুন। হাত নিড়ানি দিয়ে আগাছা দমন করুন।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : চেচড়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

হাত নিড়ানি দিয়ে দমন করুন। সেজ জাতীয় আগাছা দমনের আগাছানাশক ব্যবহার করতে পারেন।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ক্ষুদেপানা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

জলি আমন বা রোপা আমন ধানে উপদ্রব হলে হাত বাছাইয়ের মাধ্যমে দমন করতে হবে।

বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : কচুরিপানা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

হাত দ্বারা বাছাই করুন। আগাছা কম্পোষ্ট তৈরিতে ব্যবহার করুন।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : পানি কচু

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

হাত দিয়ে বাছাই করুন। বড় পাতা বিশিষ্ট আগাছা দমনের জন্য আগাছানাশক বুটা ক্লোর গ্রুপের (ম্যাচেটি ও সিনবুটা ইত্যাদি) চারা রোপনের ৪র্থ দিন পর্যন্ত বিঘা প্রতি ৩.৪৬ কেজি ব্যবহার করতে হবে।

অথবা বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি ও খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

কৃত্রিম জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করুন। হালকা আঁচরা দেখা এবং মুল কন্দসহ সম্পুর্ন গাছ হাত নিড়ানি বা খুরপির সাহায্যে তুলে ফেলুন। অক্সিডায়াজন গ্রুপের আগাছানাশক ১ লিঃ/হেঃ অনুযায়ী পরিমান মত পানির সাথে মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করুন। অথবা বিঘা প্রতি রনস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ করস্টার ২৫ ইসি ২৬৮ মিলিলিটার/ রিফিট ৫০০ ইসি ১৩৪ মিলিলিটার রোপন অথবা বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : ক্ষুদে শ্যামা ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

কাচি ও নিড়ানীর সাহায্যে দমন করুন। জমিতে পানি আটকিয়ে রেখে এ আগাছা দমন করুন। অক্সাডায়াজন গ্রুপের আগাছানাশক প্রতি হেক্টরে ১ লিটার আগাছা নাশক পরিমান মত পানিতে মিশিয়ে চারা রোপন/বপনের ৩-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : ভাদ্র

ইংরেজি মাসের নাম : অগাস্ট

দুর্যোগের নাম : বন্যা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

* বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য সহনশীলজাত ব্রি ধান৫১ ও ব্রি ধান৫২ জাতের আবাদের পরিকল্পনা করুন।
* নাবী জাতের যেমন নাইজারশাইল, বিনাশাইল, বিআর২২, বিআর২৩ ও ব্রি ধান৪৬ এর বীজতলা তৈরি করুন।
* ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন।

ভাসমানবীজতলাঃ ভাসমান বীজতলা তৈরির জন্য প্রথমে বন্যার পানি, পুকুর, ডোবা বা খালের উপর বাশঁের চাটাইয়ের মাচা বা কলা গাছের ভেলা তৈরি করতে হবে। তার উপর১-২ ইঞ্চি পুরু কাদার স্তর দিয়ে কাঁদায় বীজতলা তৈরি করতে হবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে বীজ জাগ দিয়ে অংকুর বের করে ঐ অংকুরিত বীজ বীজতলায় ফেলতে হবে। বীজতলা যাতে ভেসে না যায় সেজন্য খুটির সাথে বেধে রাখতে হবে।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

১। বন্যার পানি সরে যাওয়ার ৭ দিন পর পানি স্প্রে করে গাছের পাতা ধুয়ে দিতে হবে।

২। বন্যার ৭-১০ দিন পর জমি আগাছা মুক্ত করে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ এবং বিঘা প্রতি ৩ কেজি এম ও পি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৩। যেখানে বীজতলা করার সুবিধা নেই সেখানে বন্যামুক্ত এলাকা হতে ৩০-৪০ দিন বয়সের ধানের গুছি থেকে ২/৩ টি কুশি ভেঙ্গে নতুন জমিতে রোপন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

বাংলা মাসের নাম : অগ্রহায়ণ

ইংরেজি মাসের নাম : ডিসেম্বর

দুর্যোগের নাম : লবণাক্ততা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

লবণাক্ত সহিষ্ণু আগাম জাতের পরিকল্পনা যেমন বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৪৭ এবং আমন মৌসুমে ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৫৩, ব্রি ধান৫৪ এর চাষ করুন।দেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ত এলাকায় খরিপ মৌসুমে কৃষকেরা শুধুমাত্র বৃষ্টিপাত নির্ভরশীল আমন ধানের আবাদ করে থাকে। উক্ত এলাকায় রবি ও খরিফ মৌসুমে যখন মাটিতে লবণাক্ততার পরিমান বাড়ে সে সময়ে লবনাক্ততা দূর করার জন্য ফসলের সেচের চাহিদার অতিরিক্ত নিদিষ্ট স্বাদু পানি বা মৃদু লবনাক্ত পানি প্রয়োগ করে মাটির লবনাক্ততা কমিয়ে রবি ও খরিফ ১ মৌসুমে বাড়তি ২ টি ফসল উৎপাদন করা যায়।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

বিঘা প্রতি ৩০০-৪০০ কেজি ছাই প্রয়োগ করুন।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩.

বাংলা মাসের নাম : পৌষ

ইংরেজি মাসের নাম : ডিসেম্বর

দুর্যোগের নাম : শৈত্য প্রবাহ

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

রাতের তাপমাত্রা ১২-১৩ ডিগ্রী স্েলসিয়াস এবং দিনের তাপমাত্রা ২৮-২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে শৈত্য প্রবাহের ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

১। বীজতলার সময় শৈত্য প্রবাহ হলে ৩-৫ সেমিঃ পানি ধরে রাখা এবং স্বচ্ছ পলিথিন ছাউনি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

২। শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে দেরীতে চারা রোপন করতে হবে।

৩। রোপনের পর কুশি অবস্থায় শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে ৫-৭ সেমিঃ পানি রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

দুর্যোগের নাম : আকস্মিক বন্যা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

* বন্যা প্রবণ এলাকার জন্য সহনশীলজাত ব্রি ধান৫১ ও ব্রি ধান৫২ জাতের আবাদের পরিকল্পনা করুন।

* নাবী জাতের যেমন নাইজারশাইল, বিনাশাইল, বিআর২২, বিআর২৩ ও ব্রি ধান৪৬ এর বীজতলা তৈরি করুন।

* ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন।

ভাসমানবীজতলাঃ ভাসমান বীজতলা তৈরির জন্য প্রথমে বন্যার পানি, পুকুর, ডোবা বা খালের উপর বাশেঁর চাটাইয়ের মাচা বা কলা গাছের ভেলা তৈরি করতে হবে। তার উপর১-২ ইঞ্চি পুরু কাদার স্তর দিয়ে কাঁদায় বীজতলা তৈরি করতে হবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে বীজ জাগ দিয়ে অংকুর বের করে ঐ অংকুরিত বীজ বীজতলায় ফেলতে হবে। বীজতলা যাতে ভেসে না যায় সেজন্য খুটির সাথে বেধে রাখতে হবে।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

১। বন্যার পানি সরে যাওয়ার ৭ দিন পর পানি স্প্রে করে গাছের পাতা ধুয়ে দিতে হবে।

২। বন্যার ৭-১০ দিন পর জমি আগাছা মুক্ত করে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ এবং বিঘা প্রতি ৩ কেজি এম ও পি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৩। যেখানে বীজতলা করার সুবিধা নেই সেখানে বন্যামুক্ত এলাকা হতে ৩০-৪০ দিন বয়সের ধানের গুছি থেকে ২/৩ টি কুশি ভেঙ্গে নতুন জমিতে রোপন করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

বাংলা মাসের নাম : চৈত্র

ইংরেজি মাসের নাম : মার্চ

দুর্যোগের নাম : খরা

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

১। পুকুর, জলাশয়, খাল ও ডোবায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখা

২। আবহাওয়ার প্রতি নজর রাখা ও সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করা।

৩। নিচু জমিতে বোরো ধানের চাষ করুন।

৪। জৈব সার ব্যবহার করুন।

৫। খরা সহনশীল জাত যেমন ব্রি ধান৩২,ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩, ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭ ইত্যাদি চাষ করা

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

জমির আইল উচু করে অধিক পানি সংরক্ষণ করুন। প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করুন।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

পোকার নাম : লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথের পাখার বিস্তৃত ১ ইঞ্চি। পূর্ণ বয়স্ক মথ গাছের নিচে গুচ্ছাকারে ডিম পারে। ডিম গুলি রেশমি লোম দ্বারা আবৃত।

ক্ষতির ধরণ : প্রথমাবস্থায় কীড়াগুলো শুধু পাতা খায়, বয়স্ক কীড়া সম্পূর্ণ পাতাই খেয়ে ফেলতে পারে। এরা চারা গাছের গোড়াও কাটে। পাতার পাশ থেকে কেটে এমনভাবে খায় যে ধান গাছের কান্ড অবশিষ্ট থাকে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন সেভিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ফাইফানন ২০ মিলিলিটার বা সাইফানন ৫৭ ইসি ৩০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটারপানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা পরিদর্শন করুন। পুর্বের ফসল কাটার পর জমি চাষ দিয়ে রাখুন অথবা নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : শিষ কাটা লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথের পাখার বিস্তৃত ১ ইঞ্চি। পূর্ণ বয়স্ক মথ গাছের নিচে গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। ডিম গুলি রেশমি লোম দ্বারা আবৃত।

ক্ষতির ধরণ : কীড়াগুলো প্রাথমিক অবস্থায় পাতার পাশ থেকে কেটে খায়। কীড়াগুলো বড় হলে আধা পাকা বা পাকা ধানের শীষের গোড়া থেকে কেটে দেয় এবং এজন্য এর নাম শীষকাটা লেদা পোকা। বোনা ও রোপা আমনের এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক পোকা।

আক্রমণের পর্যায় : শীষ অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমনসেভিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ফাইফানন ২০ মিলিলিটার বা সাইফানন ৫৭ ইসি ৩০ মিলিলিটার প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন। জমিতে ডাল বা কঞ্চি দিয়ে পোকাখেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করুন। জমিতে সেচ প্রদান করুন।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : লম্বা শুঁড় উরচুঙ্গা

পোকা চেনার উপায় : এদের গায়ের রঙ সোনালি এবং লাফিয়ে চলে।

ক্ষতির ধরণ : পাতার কিনারা ও শিরা বাকি থাকে। ক্ষতিগ্রস্থ পাতা ঝাঝরা হয়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন কনভয়/ গেটলাক্স/ ইকোলাক্স ২৫-৩০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতক জমিতে) শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা পরিদর্শন। জমিতে ডাল বা কঞ্চি দিয়ে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করা।

অন্যান্য :

হাতজাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

বালাইনাশক নির্দেশিকাওয়েবসাইট, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ঘাস ফড়িং

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা ১-২ ইঞ্চি লম্বা সবুজ হয়, পিছনের পা লম্বা বলে এরা লাফিয়ে চলে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্ক ঘাসফড়িং ও বাচ্চা উভয়ই ধান গাছের ক্ষতি করে থাকে। এরা ধানের পাতার পাশ থেকে শিরা পর্যন্ত খায়। ঘাসফড়িং এর বিভিন্ন প্রজাতি এক সাথে অনেক সংখ্যায় ক্ষেত আক্রমণ করে। তাদেরকে ইংরেজীতে লোকাষ্ট এবং বাংলায় পংগপাল বলা হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আলোক ফাঁদ ব্যবহার। হাতজালের প্রতি টানে একটি পোকা পাওয়া যা হাত দিয়ে মেরে ফেলুন। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : সাদা পিঠ গাছ ফড়িং

পোকা চেনার উপায় : পোকা ৩-৪ মিলি লম্বা, গায়ের রঙ বাদামি এবং পিঠে সাদা দাগ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : ধান গাছের গোড়ার বসে রস শুষে খায়। ফলে হপারবার্ন হয় বা ধানের ক্ষেত পুড়ে গেছে মনে হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমন মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আলোক ফাঁদ ব্যবহার।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : স্ত্রী ছাতরা পোকা খুব ছোট, লালচে সাদা রঙের, নরম দেহবিশিষ্ট, পাখাহীন এবং গায়ে সাদা মোমজাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে। এরাই গাছের ক্ষতি করে। এক সাথে অনেকগুলো ছাতরা পোকা গাছের কান্ড ও খোল এবং পাতার খোলের মধ্যবর্তী জায়গায় থাকে। পুরুষ পোকা অনুপাতে সংখ্যায় খুবই কম বলে বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কান্ড ও পাতার খোলের মধ্যবর্তীস্থানে একত্রে অধিক সংখ্যক থাকায় সাদা মোমের মত দেখা যায়। আক্রমণ তীব্র হলে গাছে শিষ বের হয় না।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : থ্রিপস

পোকা চেনার উপায় : উকুনের মত ছোট চিকন কালো ও লম্বাটে। বাচ্চা পোকা সাদা।

ক্ষতির ধরণ : পাতায় ক্ষত সৃষ্টি করে রস শুষে খায় ফলে পাতা লম্বা লম্বি ভাবে মুড়ে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার /২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও বীজতলা নিয়মিত পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

৫ গ্রাম সাবানের গুড়া ও নিমের রস ১ লিটার হারে পানিতে গুলে স্প্রে করতে পারেন। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন। হলুদ/সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করুন।

হলুদ ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : সবুজ পাতা ফড়িং

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক পোকা ৩-৫ মিলি লম্বা হয়, উজ্জ্বল সবুজ রঙের পোকা কালো দাগ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : পাতার রস শুষে খায়। ফলে ঐ গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ খাটো হয়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমন মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে) ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পরিদর্শন করুন।

অন্যান্য :

আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : গান্ধি

পোকা চেনার উপায় : ধুসর বর্ণের এবং সরু আকৃতির। পা এবং সূর দুইটি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : গান্ধি পোকা ধানের দানা আক্রমণ করে। পূর্ণবয়স্ক এবং বাচ্চা পোকা (নিম্ফ) উভয়েই ধানের ক্ষতি করে। ধানের দানায় যখন দুধ সৃষ্টি হয় তখন ক্ষতি করলে ধান চিটা হয়ে যায়। এরপরে আক্রমণ করলে ধানের মান খারাপ হয়ে যায় এবং চাল ভেঙ্গে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : শীষ অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে বালাইনাশক ব্যবহার করা যেমন ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ফাইফানন বা হিলথিয়ন ২০ মিলিলিটার) অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন ডার্সবান ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পরিদর্শন করুন। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

শামুকের মাংসের সংঙ্গে বালাইনাশক মিশিয়ে কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে ধানের দুধ আসার সময় বিষ ফাঁদ হিসেবে ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করতে পারেন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : বাদামি গাছ ফড়িং

পোকা চেনার উপায় : প্রথম পর্যায়ের বাচ্চাগুলোর রং সাদা এবং পরের পর্যায়ে বাদামী। বাচ্চা থেকে পূর্ণবয়স্ক বাদামী গাছফড়িং ছোট পাখা এবং লম্বা পাখা বিশিষ্ট হতে পারে।

ক্ষতির ধরণ : ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায় ফলে গাছ পুড়ে যাওয়ার রঙ ধারণ করে মরে যায়। তখন একে বলা হয় হপারবার্ন বা ফড়িং পোড়া।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, ফল পরিপক্ব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

জমির অধিকাংশ গাছে ৪ টি ডিমওয়ালা পুর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা বাদামিগাছ ফড়িং বা উভয়ই দেখা গেলে বাদামী গাছ ফড়িং দমনে আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমন মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বিগত মৌসুমে এ পোকার আক্রমন হয়ে থাকলে ঘন করে না লাগিয়ে ধানের চারা ৩০-৪০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাগানো। স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধানের আবাদ করুন।

অন্যান্য :

পরিমিত পরিমান ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন। ধান গাছের গোড়ায় পোকা দেখা গেলে জমিতে জমে থাকা পানি শুকিয়ে নিন। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : চুঙ্গি

পোকা চেনার উপায় : বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরণের মথ। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকার পাখার উপরে দুটো কালো ফোটা আছে। পুরুষ মথের মাঝখানে ফোটা স্পষ্ট নয় ।

ক্ষতির ধরণ : পাতার উপরের অংশ কেটে ছোট ছোট চুঙ্গি তৈরি করে পোকার কীড়া ভিতরে থাকে। আক্রান্ত ক্ষেতে গাছের পাতা সাদা দেখায় এবং পাতার উপরের অংশ কেটে ফসলের ক্ষতি করে।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন সেভিন ৩০ গ্রাম) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ফাইফানন ২০ মিলিলিটার বা সাইফানন ৫৭ ইসি ৩০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন। আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

পানি থেকে হাত জাল দিয়ে চুঙ্গি সহ কীড়া সংগ্রহ করে ধবংস করুন। আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে জমি শুকিয়ে নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : পাতা মোড়ানো পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরণের মথ। গায়ের রঙ বাদামি এবং আড়াআড়ি ভাবে ২-৩ টি দাগ থাকে ।

ক্ষতির ধরণ : গাছের পাতা লম্বালম্বি ভাবে মুড়িয়ে পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায়। বেশী ক্ষতি হলে পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

শতকরা ২৫ ভাগ পাতার ক্ষতি হলে ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন ডারসবান ২০ ইসি বা পাইক্লোরেক্স ২০ ইসি ২০ মিলিলিটার) অথবা ম্যালাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ফাইফানন ২৫ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি নিয়মিত পরিদর্শন করুন। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

অন্যান্য :

ক্ষেতে ডালপালা পুতে পোকা খেকো পাখি বসার ব্যবস্থা করুন। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা বা মথ দমণ করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : পামরি পোকা

পোকা চেনার উপায় : পামরি পোকার গায়ের রং চকচকে কালো এবং গায়ে অসংখ্য কাটা আছে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়া পাতার ভিতরে সবুজ অংশ খায়। ফলে পাতা সাদা দেখায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে শতকরা ৩৫ ভাগ ক্ষতি হলে অথবা প্রতি গোছায় ৪ টি পুর্ণ বয়স্ক পোকা অথবা প্রতি কুশিতে ৫ টি কীড়া থাকলে ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন ক্লাসিক বা পাইরিফস বা লিথাল ২০ মিলিলিটার) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমন কাটাপ বা কারটাপ বা ফরওয়াটাপ ১৬ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোপনের পর নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন।

অন্যান্য :

হাতজাল বা মশারির কাপড় দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলুন। আক্রান্ত পাতার উপর থেকে ২-৩ ইঞ্চি পাতা কেটে ফেলুন। আরো বিস্তারিত জানতে নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : নলি মাছি/গলমাছি

পোকা চেনার উপায় : গলমাছি দেখতে অনেকটা মশার মত, পেটটা উজ্জ্বল লাল রংয়ের।

ক্ষতির ধরণ : স্ত্রী গলমাছি পাতার নীচের পাশে ডিম পাড়ে, তবে মাঝে মধ্যে পাতার খোলের উপরও ডিম পাড়ে। এ পোকার আক্রামণের ফলে ধান গাছের মাঝখানের পাতাটা পেঁয়াজ পাতার মত নলাকার হয়ে যায়। ফলে কুশিতে আর শিষ হয় না।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : আগা , কান্ড , পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে শতকরা ৫ ভাগ পাতায় লক্ষণ দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করুন। আক্রমনের মাত্রা বেশী হলে বালাইনাশক ব্যাবহার করা যেতে পারে হেয়াজিনন বা ডায়াজিনন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সার্বিয়ন ৬০ ইসি ৩০ মিলিলিটার) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন রিপকর্ড ১০ ইসি বা ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোপনের পর নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন।

অন্যান্য :

আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণ বয়স্ক পোকা দমন করতে পারেন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

পোকার নাম : হলুদ মাজরা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা এক ধরনের মথ। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকার পাখার উপরে দুটো কালো ফোটা আছে। পুরুষ মথের মাঝখানে ফোটা স্পষ্ট নয়। মাজরা পোকার আক্রমণ হলে, কান্ডের মধ্যে কীড়া, তার খাওয়ার নিদর্শন ও মল পাওয়া যায়, অথবা কান্ডের বাইরের রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং কীড়া বের হয়ে যাওয়ার ছিদ্র থাকে। গাছে মাজরা পোকার ডিমের গাদা দেখলে বুঝতে হবে গাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। হলুদ মাজরা পোকার ডিমের গাদার ওপর হালকা ধূসর রঙের একটা আবরণ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : কীড়াগুলো কান্ডের ভেতরে ঢুকে খাওয়া শুরু করে এবং গাছের বাড়ন্ত পর্যায়ে ধীরে ধীরে গাছের ডিগ পাতার গোড়া কেটে ফেলে। ফলে ডিগ পাতা মারা যায়। কাইচথোড় আসার পর ক্ষতি করলে সম্পূর্ণ শীষ শুকিয়ে যায় এবং সাদা শীষ বের হয়। ফুল ফোটার আগে হলে মরা ডিগ এবং ফুল ফোটার পর হলে সাদা শীষ বের হয়।

আক্রমণের পর্যায় : কুশি, শীষ অবস্থা, বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ডগা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

শতকরা ৫ টি মরা শীষ পাওয়া গেলে অনুমোদিত থায়োমিথোক্সাম (২০%)+ ক্লোরানিলিপ্রোল (২০%) জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভিরতাকো ১.৫ গ্রাম) অথবা কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (যেমন কারটাপ বা সানটাপ ২৪ গ্রাম) অথবা ফিপ্রনিল জাতীয় কীটনাশক (যেমন রিজেন্ট বা গুলি ১০-১৫ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ক্ষেতের মধ্যে ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে। নিয়মিতভাবে ক্ষেত পর্যবেক্ষণের সময় মাজরা পোকার মথ ও ডিম সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেললে মাজরা পোকার সংখ্যা ও ক্ষতি অনেক কমে যায়। থোর আসার পূর্ব পর্যন্ত হাতজাল দিয়ে মথ ধরে ধ্বংস করা যায়।

অন্যান্য :

ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করুন। হাত জাল দিয়ে পোকা দমন করুন। আমন ধান কাটার পর চাষ দিয়ে নাড়া মাটিতে মিশিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলুন। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকা মথ সংগ্রহ করে দমন করুন।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগবালাই ও ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম : পাতার লালচে রেখা রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : সূর্যের দিকে ধরলে এ দাগের মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করে এবং পরিস্কার দেখা যায়। আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হয়ে লালচে রং ধারণ করে এবং পাতার পার্শ্ববর্তী বৃহৎ শিরার দিকে ছড়াতে থাকে। আক্রমণ প্রবণ জাতে ধানের পাতা পুরোটাই লালচে রঙের হয়ে মরে যেতে পারে। রোগ বিস্তারের অনুকুল অবস্থায় সারা মাঠ হলদে কমলা রঙের হয়ে যায়। এ ব্যাকটেরিয়া গাছে ক্ষত বা পাতার কোষের স্বাভাবিক ছিদ্র পথে প্রবেশ করে। পাতা পোড়া রোগের চেয়ে বেশি হলদে গুটিকা পাতার উপর সৃষ্টি হয়। বৃষ্টি এবং বাতাস এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

৫০-১০০ গ্রাম পটাশ সার প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০-৫০ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড অথবা ২০ গ্রাম চ্যাম্পিয়ন মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

এ রোগ প্রতিরোধশীল জাত যেমন বিআর৩ (বিপ্লব), বিআর৪ (ব্রিশাইল), বিআর৯ (সুফলা), বিআর১০ (প্রগতি), বিআর১৪ (গাজী), বিআর১৬ (শাহীবালাম), বিআর২০ (নিজামী), বিআর২১ (নিয়ামত), বিআর২৪ (রহমত), ব্রিধান২৮, ব্রিধান২৯, ব্রিধান৩০, ব্রিধান৩৭, ব্রিধান৩৮, ব্রিধান৪০, ব্রিধান৪১, ব্রিধান৪২ ইত্যাদি চাষ করা।

বীজ শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

নাড়া শুকিয়ে জমিতেই পুড়িয়ে ফেলা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : পাতার ফোস্কাপড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার ফোস্কাপড়া একটি বীজবাহিত রোগ। এ রোগের লক্ষণ সাধারণত বয়স্ক পাতার আগায় দেখা যায় । মাঝে মাঝে পাতার মাঝখানে বা কিনারেও হতে পারে। দাগ দেখতে অনেকটা জল ছাপের মত মনে হয় এবং বড় হয়ে অনেকটা ডিম্বাকৃতি বা আয়তাকার এবং জলপাই রঙের মত মনে হয়। দাগের ভেতর গাঢ় বাদামী চওড়া রেখা এবং হালকা বাদামী রেখা পর পর থাকে। তাতে কিছুটা ডোরাকাটা দাগের মত মনে হয়। বেশী আক্রমণে পাতা শুকিয়ে খড়ের রঙের মত হয় এবং দাগের কিনারা হালকা বাদামী এলাকার মত দেখা যায়। দাগের ক্রমাগত বৃদ্ধি পুরো পাতাতেই ছড়াতে পারে। পাতার ফোস্কাপড়া রোগ চেনার সহজ উপায় হলো আক্রান্ত পাতা কেটে স্বচ্ছ পানিতে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে যদি পুঁজ বা দুধ জাতীয় পদার্থ কাটা অংশ থেকে বের হয় তবে বুঝতে হবে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া রোগ। আর যদি কোন কিছু বের না হয় তবে সেটা পাতার ফোস্কা রোগ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট বা মনোভিট ২০গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর আক্রমণের শুরু থেকে মোট ২-৩ বার প্রয়োগ করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ব্রি ধান২৭,ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩৭,ব্রি ধান৩৮,ব্রি ধান৪৫ ইত্যাদি সহনশীল জাত চাষ করা।

বীজশোধন করা।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

পরিমিত মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করা। নাড়া জমিতে পুড়িয়ে ফেলা।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : খোল পচা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : কেন্দ্র ধূসর এবং কিনারা বাদামী রঙের অথবা দাগটা ধূসর বাদামী রঙের হতে পারে। দাগগুলো একত্রে হয়ে বড় হয় এবং সম্পূর্ণ খোলেই ছড়াতে পারে। আক্রমণ বেশী হলে শীষ বা ছড়া আংশিক বের হয়। শীষ আবৃত খোল পঁচে যায় এবং সাদা রঙের ছত্রাক খোলের উপর মাঝে মাঝে দেখা যায়। আংশিক বের হওয়া শীষে খুব কম সংখ্যক ধান পুষ্ট হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ২০ মিলি) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

পরিমিত ইউরিয়া সার ব্যবহার করুন। বীজশোধন করতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত খড় কুটো জমিতে পুড়িয়ে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : বাকানি

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এটি একটি বীজবাহিত রোগ। এ রোগের সবচেয়ে স্পষ্ট লক্ষণ হলো আক্রান্ত চারা স্বাভাবিক চারার চেয়ে প্রায় দ্বিগুন লম্বা হয় এবং আক্রান্ত চারার পাতা হলদে সবুজ হয়। আক্রান্ত চারাগুলো বেশী দিন বাঁচে না। আক্রান্ত গাছের কুশি লিকলিকে হয়। এদের ফ্যাকাশে সবুজ পাতা অন্যান্য গাছের উপর দিয়ে দেখা যায় এবং নীচের দিকে গিঁটে অস্থানিক শিকড়ও দেখা যেতে পারে। আক্রান্ত গাছ যদি কোন রকমে বাঁচে তবে সেগুলো থেকে চিটা ধান হয়। অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহার এবং ৩০-৩৫০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এ রোগের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বীজ , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায় , গোঁড়া

ব্যবস্থাপনা :

বীজতলা আর্দ্র বা ভিজে রাখুন। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা। চারা লাগানোর ক্ষেত আক্রান্ত হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ফেলুন।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন। কিছুটা প্রতিরোধ সম্পন্ন ধানের জাত যেমন-বিআর১৪, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৪ ও ব্রি ধান৪৫ এর চাষ করা। বীজ শোধন করে বীজ বপন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন। একই জমি বীজতলার জন্য ব্যবহার না করা।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : ধানের বাদামি দাগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামি দাগ দেখা যায় । দাগ গুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে তিলের বীজের আকার ধারণ করে। দাগের মাঝ খানটা হালকা বাদামি রঙের হয়। অনেক সময় দাগের চারিদিকে হলুদ আভা দেখা যায়। বীজ আক্রান্ত হলে হালকা থেকে গাড় বাদামি দাগ দেখা যায় ।বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দানাগুলো ছোট হয়ে থাকে। তবে অনুকূল আবহাওয়ায় আক্রমণ তীব্র হলে পুরো বীজ বাদামি হয়ে যায় এমনকি চালেও বাদামি দাগ দেখা যায় ।মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি, রোগাক্রান্ত বীজের ব্যবহার এবং মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশ, দস্তা এবং পানির অভাব এ রোগের অনুকূল অবস্থা ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , বীজ

ব্যবস্থাপনা :

বীজতলা বা জমি পানিতে ভেজা রাখা। অধিক পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করা। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬০ গ্রাম পটাশ সার ও ৬০ গ্রাম সালফার (৮০%) মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করা ।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বীজ শোধন করে বীজ বপন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

সুষম সারের ব্যবহার, অধিক পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার এবং সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা ।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : লক্ষীর গু

রোগের স্থানীয় নাম : ভূয়াঝুল

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ছত্রাক ধানে চাল হওয়ার শুরুতেই আক্রমণ করে এবং বাড়ন্ত চালকে নষ্ট করে বড় গুটিকা সৃষ্টি করে। গুটিকার ভেতরের অংশ হলদে কমলা রং এবং বহিরাবরণ সবুজ অথবা কাল হয়। কচি গুটিকাগুলো ১ সেমি এবং পরিপক্ক অবস্থায় আরও বড় আকারের হতে পারে। সাধারণত কোন শীষে কয়েকটা ধানের বেশী আক্রমণ হতে দেখা যায় না।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : শীষ অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমনের শুরুতেই কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকেরবিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বীজ শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : ধানের কান্ড পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : জমির পানির উপরের তল বরাবর কুশির বাইরের দিকের খোলে আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে। প্রথমে গাছের বাইরের খোলে কালচে গাঢ়, অনিয়মিত দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে বড় হয়। পরে ছত্রাক গাছের কান্ডের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং পচিয়ে ফেলে। যার ফলে গাছ হেলে ভেঙ্গে পড়ে এবং ধান চিটা ও অপুষ্ট হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : কুশি , বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

থায়োপেনেট মিথাইল জাতীয় ছত্রাকনাশক (টপসিন এম ৭০ ডব্লিউপি) ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।

বালাইনাশকেরবিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

এ রোগের প্রতি কিছুটা সহনশীল জাতের ধান যেমন- বিআর ১১, বিআর ১৪, বিআর২৯, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১, ব্রিধান ৪০, ব্রিধান ৪২, ব্রিধান ৪৪, ব্রিধান ৪৫, ব্রিধান ৪৬, ব্রিধান ৪৭ ইত্যাদির চাষ করা।

বীজ শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

ঘন করে চারা না লাগানো। সুষম সার ব্যবহার করা। মাঝে মাঝে রোপা জমি থেকে পানি সরিয়ে জমি শুকানো।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১২/০২/২০১৮।

রোগের নাম : ব্লাষ্ট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ব্লাস্ট রোগটি ধানের পাতা, গিঁট , শিষের গোড়া বা শাখা-প্রশাখা এবং বীজে আক্রমণ করে থাকে। আক্রান্ত পাতায় হালকা ধূসর বা নীলচে রঙের ভিজা ভিজা দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝ খানটা ধূসর অথবা সাদা এবং কিনারা বাদামি রঙ ধারণ করে। দাগগুলো

লম্বাটে হয়, দেখতে অনেকটা চোখের মতো। দাগ গুলো একত্রে মিলে গিয়ে পূরো পাতা মরে যায়। গিঁট আক্রান্ত হলে পঁচে গিয়ে কালচে হয় এবং সহজেই ভেঙ্গে যায়। ছড়া বা শিষের গোড়া আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত অংশ কালচে হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে যাকে শীষ ব্লাস্ট বলে। অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার এবং বাতাসের আর্দ্রতা এ রোগের প্রকোপ বাড়ায়। এ ছাড়া রাতে ঠান্ডা, দিনে গরম ও সকালে শিশির পড়া এ রোগের প্রকোপ বাড়ায়। মাঠে এ রোগের আক্রমণ ব্যাপক হলে পুড়ে বসে যাওয়ার মত হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক , সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করা । তাছাড়া টেবুকোনাজল+ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ৫ গ্রাম নাটিভো) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করুন। ব্লাস্ট প্রতিরোধক জাতের ধান বিআর৩, বিআর৫, বিআর১৪, বিআর১৫, বিআর১৬, বিআর২৫, বিআর৬, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩ ,ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৫ এবং ব্রি ধান৪৬ ইত্যাদি চাষ করা। বীজ শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

জমিতে জৈবসার প্রয়োগ ও পানি ধরে রাখুন। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

রোগের নাম : উফরা

রোগের কারণ : কৃমি

ক্ষতির ধরণ : এ কৃমি ধান গাছের পাতায় কচি অংশের রস শুষে খায়, ফলে প্রথমত পাতার গোড়ায় সাদা ছিটা-ফোটা দাগের মত দেখায়। সাদা দাগ ক্রমে বাদামী রঙের হয় এবং পরে এ দাগ বেড়ে সম্পূর্ণ পাতাটাই শুকিয়ে ফেলে। অধিকাংশ ছড়াই মোচড় খেয়ে যায় ও ধান চিটা হয়। কোন কোন ছড়া মোটেই বের হয় না। এ রোগের জীবাণু জল স্রোতের সাথে এক জমি থেকে অন্য জমিতে যায়। বিশেষত জলী আমন ধানে এরূপ হয়ে থাকে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : কুশি , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা :

কার্বোফুরান জাতীয় বালাইনাশক (যেমন ফুরাডান ৫ জি, প্রতি বিঘায় ২ কেজি করে) প্রয়োগ করুন এবং এরপর নিড়ানী দিন ও চূড়ান্ত ভাবে গাছ পাতলা করে দিন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

যেখানে সম্ভব সেখানে বছরের প্রথম বৃষ্টির পর জমি চাষ দিয়ে ১৫-২০ দিন পর শুকানো। জলি আমন এলাকায় সহনশীল জাত যেমন রায়দা এবং বাজাইল পরপর কয়েকবার আবাদ করা। ঘাস জাতীয় আগাছা, মুড়ি ধান বা ঝরে পড়া ধান (বিকল্প পোষক) সবসময় দমন করা।

অন্যান্য :

ধানের পর ধান আবাদ না করে অন্য ফসলের চাষ করুন। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরতে পারলে গাছের আগা ছেটে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১৮/০২/২০১৮।

ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার, ১৮/০২/২০১৮।

রোগের নাম : পাতা পোড়া

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছের নিচের পাতা প্রথমে নুয়ে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়। এভাবে গোছার সকল পাতাই মরে যেতে পারে। এ অবস্থাকে ক্রিসেক বা নেতিয়ে পড়া রোগ বলা হয়। চারা বা প্রাথমিক কুশি বের হওয়ার সময় গাছের পাতা বা পুরো গাছটি ঢলে পড়ে। মাঝে মাঝে আক্রমণ প্রবণ জাতের ধানে পাতাগুলো ফ্যাকাশে হলদে রঙের হয়। গাছের বয়স্ক পাতাগুলো স্বাভাবিক সবুজ থাকে, কিন্তু কচি পাতাগুলো সমানভাবে ফ্যাকাশে হলদে হয়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যায়। পাতা পোড়া রোগের লক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথমে পাতার কিনারা অথবা মাঝে নীলাভ সবুজ রঙের জলছাপের মত রেখা দেখা যায়। দাগগুলো পাতার এক প্রান্ত, উভয় প্রান্ত বা ক্ষত পাতার যে কোন জায়গা থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে সমস্ত পাতাটি ঝলসে বা পুড়ে খড়ের মত হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রমণ প্রবণ জাতের ধানে দাগগুলো পাতার খোলের নিচ পর্যন্ত যেতে পারে। এক সময়ে সম্পূর্ণ পাতাটি ঝলসে যায় বা পুড়ে খড়ের মত হয়ে শুকিয়ে যায়। রোগ সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়লে পুড়ে গেছে বলে মনে হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি হারে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা উঠানোর সময় যেন শিকড় কম ছেঁড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পটাশ সার এবং ৮০% সালফার প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৬০ গ্রাম করে মিশিয়ে স্প্রে করা।

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে। এ রোগ দমনের জন্য বিআর২ (মালা), বিআর৩ (বিপ্লব), বিআর৪ (ব্রিশাইল), বিআর১৪, বিআর১৬, বিআর১৯ (মঙ্গল), বিআর২১ (নিয়ামত), বিআর২৬ (শ্রাবণী), ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান২৯, ব্রিধান৩১, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৪০, ব্রি ধান৪১, ব্রিধান৪২, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৫ ও ব্রি ধান৪৯ ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ধান চাষ করা। বীজ ও জমির মাটি শোধন।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ঝরো বৃষ্টির পর ইউরিয়া সার দিবেন না। রোগ দেখার পর ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ বন্ধ করুন ।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ধান চাষের সমস্যা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৫ম সংস্করণ, জুন ২০১৬।

রোগের নাম : টুংরো

রোগের কারণ : ভাইরাস। সবুজ পাতাফড়িং টুংরো রোগ ছড়ায়।

ক্ষতির ধরণ : গাছের সমস্ত পাতার উপরের দিক গাড় হলদে বা কমলা হলুদ রঙের হয় । গাছের কচি পাতা হলদে, চওরা, খাটো বা মোচড়ানো হয়। গাছের বাড় বাড়তি ও কুশি কম হয়। আক্রান্ত পাতাগুলো নুয়ে পড়ে। একাধিক পাতার গোঁড়া বা খোল একত্রে পুরানো পাতার খোলের মধ্যে আটকে থাকে ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : কুশি , বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

টুংরো আক্রান্ত জমির আশে পাশে বীজতলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে,আড়ালি ঘাস, বাওয়া ধান নিধন করতে হবে। বাহক পোকা দমনে আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমনন মিপসিন বা সপসিন ৩০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার বিকালে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোগ সহনশীল জাত যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৩১ ও ব্রি ধান৪১ ইত্যাদি চাষ করা। বীজ শোধন করতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

রোগাক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং নিয়ন্ত্রণ করুন। এ জমি থেকে উৎপাদিত ধান বীজ হিসেবে রাখা যাবে না।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ধান চাষের সমস্যা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৫ম সংস্করণ, জুন ২০১৬।

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা,মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

ধান এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : শিষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত আকার ধারন করলে এবং শিষের নিচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান ঠিকমত পেকেছে বলে ধরে নেয়া হয়। তখন আর দেরি না করে ধান কাটতে হবে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ধান কাটার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাড়াই করতে হবে। কাঁচা খলায় ধান মাড়াই করতে চাটাই, চট হোগলা বা পলিথিন বিছিয়ে নিতে হবে। তাতে ধানের রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে। মাড়াই করার পর ধান অন্তত ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যেন আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

পুষ্ট ধান বাছাই করতে কূলা দিয়ে কমপক্ষে দুই বার অথবা ধানের পরিমাণ বেশী হলে ব্রি পাওয়ার উইনোয়ার দ্বারা ঝাড়াই করা যায়। ঝাড়াই করার পর ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

সংরক্ষণ : শুকানো ধান ঠান্ডা করে বস্তা বা চটের ব্যাগে অথবা আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনের ব্যাগে ধান সংরক্ষণ করতে হবে। ধান সংরক্ষনের জন্য আর্দ্রতার পরিমান শতকরা ১৪ ভাগ এর নিচে রাখতে হবে অথবা দাঁত দিয়ে ধান কাটলে যদি শুকনা কটকট শব্দ হয় বুঝতে হবে ধান ঠিক মতো শুকিয়ে গেছে। টন প্রতি ধানে ৩.২৫ কেজি নিম, নিশিন্দা বা বিষকাটালী শুকনা পাতার গুড়া মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হলে পোকার আক্রমণ হয় না। ধান ভর্তি বস্তা স্যাত স্যাতে জায়গায় না রেখে উচু শুকনা জায়গায় রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ ধান আলাদা ভাবে মাড়াই ঝাড়াই করে ভাল ভাবে রোদে শুকিয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। নিম্নে বর্নিত পদক্ষেপগুলো যথাযথ ভাবে অনুসরণ করতে হবে।

* বীজ সংরক্ষনের আগে পরপর ৫-৬ দিন রোদে অথবা প্রয়োজনে ড্রয়ারের সাহায্যে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগের নিচে থাকে। দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে যদি কট করে শব্দ করে তাহলে বুঝতে হবে বীজ সঠিকমত শুকিয়েছে।

* কুলা দিয়ে ঝেড়ে বা ১.৭৫-২.৫০ মিলি মিটার (জাতের উপর নির্ভর করে) ছিদ্র বিশিষ্ট তারের তৈরি চালনি দিয়ে পুষ্ট ধান বাছাই করে নিতে হবে।

*বায়ূরোধী পাত্রে বীজ রাখতে হবে। এজন্য তেলের ড্রাম, বিস্কুট বা কেরোসিনের টিন প্রভৃতি ধাতব পাত্র ব্যবহার করা। তবে বীজ ব্যবহারের পূর্বে পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

* ধাতব পাত্র ব্যবহার করা সম্ভব না হলে প্লাষ্টিকের ড্রাম, মাটির মটকা, কলস বা মোটা পলথিনের থলি ব্যবহার করা। মাটির পাত্র হলে পাত্রের বাহিরের গায়ে আলকাতরা দিয়ে দুবার প্রলেপ দিতে হবে।

* রোধে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। যদি পাত্রটি সম্পুর্ন বীজ দিয়ে ভর্তি না হয়। তবে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুকনো বালি দিয়ে পাত্রটি ভরাট করতে হবে।

* পাত্রের মুখ এমন ভাবে বন্ধ করতে হবে জাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। বীজের পাত্র মাচা বা কাঠের উপর রাখতে হবে। কোন ভাবেই স্যাঁত স্যাঁতে জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

* সংরক্ষণ করা বীজ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাতে কোন পোকামাকড় বা ইদুর ক্ষতি করছে কি না। প্রয়োজনে বীজ মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

* প্রতি মন বীজ ধানে ১২০ গ্রাম নিম, নিশিন্দা বা বিশকাটালী পাতার গুড়ো মিশিয়ে গুদামজাত করলে পোকার আক্রমন হয় না।

তথ্যের উৎস :

আধুনিক ধানের চাষ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ২০তম সংস্করণ, জুন-২০১৭।

ধান এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :

১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৬/০২/২০১৮।

ফসল : ধান

যন্ত্রের ধরন : ফসল কাটা

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা :

১। যন্ত্র দ্বারা চারা রোপণে একর প্রতি শ্রমিক লাগের১ জন এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে (হাতে) লাগে ০৮ জন। এক্ষেত্রে সাশ্রয় ৮৭%।

২। যন্ত্র দ্বারা একর প্রতি খরচ ৩৬৫/-, সময় লাগে ১.৫ ঘণ্টা এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে (হাতে) খরচ ৩২০০/-, সময় লাগে ৮ ঘণ্টা । অর্থাৎ এক্ষেত্রে খরচ সাশ্রয় ৮০% এবং সময় সাশ্রয় ৮২% ছাড়াও একর প্রতি প্রায় ৮% ধান বেশি পাওয়া যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। ধান ও গম কাটা যায়।

২। হেলে পড়া ফসল কাটতে পারে।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : রাইস ট্রান্সপ্লানটার (ওয়াকিং টাইপ)

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা :

১। যন্ত্র দ্বারা চারা রোপণে একর প্রতি শ্রমিক লাগে ২ জন এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে (হাতে) লাগে ১২ জন। এক্ষেত্রে সাশ্রয় ৮৩%।

২। যন্ত্র দ্বারা একর প্রতি খরচ ১৬০০/-, বীজ লাগে ১০ কেজি এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে (হাতে) খরচ ৪৫০০-৫০০০/-, বীজ লাগে ১৫ কেজি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে খরচ সাশ্রয় ৬৭% ছাড়াও একর প্রতি প্রায় ৮% ধান বেশি পাওয়া যায়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : মিনি কম্বাইন হারভেস্টার

যন্ত্রের ধরন : ফসল কাটা

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা :

১। ১ ঘণ্টায় ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমির ধান কাটা, মাড়াই করা যায়।

২। যন্ত্র দ্বারা একর প্রতি খরচ ২৫০০-৩০০০/- এবং গতানুগতিক পদ্ধতিতে (শ্রমিক দিয়ে) খরচ ৭০০০-৮০০০/-। অর্থাৎ এক্ষেত্রে খরচ সাশ্রয় ৬০-৬৫% ছাড়াও একর প্রতি প্রায় ২% ধান বেশি পাওয়া যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। ধান কাটা, মাড়াই ও বস্তায় ভরা একই সাথে করা যায়।

২। মাড়াইকৃত খড় আস্ত থাকে(টুকরো টুকরো হয় না) ৩। হেলে পরা ফসল কাটতে পারে।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

ধান এর বাজারজাত করণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

গরুর গাড়ী, ঠেলা গাড়ী, রিক্সা-ভ্যান।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রাক ও ট্রলি ভ্যান।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।